সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রেস বিজ্ঞপ্তি

যদি বিজেপি সরকারের এতটুকুও বিবেক থেকে থাকে, তাহলে রেলমন্ত্রীর অবিলম্বে পদত্যাগ করা উচিত, বললেন মাননীয় সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, ট্রেনে সংঘাত-বিরোধী ব্যবস্থাপনা সংযুক্ত করার বিষয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি জানালেন তিনি

"মর্মান্তিক রেল দুর্ঘটনার পর সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের জাতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় হাওড়ায় তৃণমূলে নব জোয়ার প্রচার কর্মসূচি বাতিল করে দেন, শ্যামপুরে এক মিনিটের নীরবতা পালন করেন তিনি"

হাওড়া, ০৩.০৬.২০২৩

- এই ঘটনা একেবারেই অনভিপ্রেত, দুঃখজনক এবং মর্মান্তিক। গত দুই দশকে আমরা এমন ভয়াবহ দুর্ঘটনা দেখিনি। এটা রাজনীতি করার সময় নয়। এই মুহূর্তে আমাদের সবথেকে প্রথম এবং গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হল, সংশ্লিষ্ট সমস্ত কর্তৃপক্ষ যেন একজোট হয়ে কাজ করে এবং প্রাথমিক ও জরুরি চিকিৎসার পর যেন আহত ব্যক্তিরা সুরক্ষিতভাবে ঘরে ফিরতে পারেন, একইসঙ্গে নিহতদের পরিবারের সদস্যদের পাশেও আমাদের দাঁড়াতে হবে
- আজ সকালেই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছেন। ত্রাণ ও উদ্ধারকাজে সহযোগিতার জন্য রাজ্য সরকারের তরফে একটি কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। ওড়িশা সরকারও তাদের সাধ্যের মধ্যে থেকে একইরকমভাবে সমস্ত কাজ করছে
- **ডিজিট্যাল ইন্ডিয়া 'ডিজাস্টার ইন্ডিয়া'-এ পরিণত হয়েছে। এই দুর্ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গের যে বাসিন্দাদের মৃত্যু হয়েছে, দলের তরফ থেকে আমরা সেই নিহতদের প্রত্যেকের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেব**
- যখন তিনটি ট্রেনের পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা লাগে, একাধিক কামরার প্রভূত ক্ষতি হয়। দুর্ঘটনার পর রেল কর্তৃপক্ষের তরফে নির্দিষ্টভাবে করণীয় নির্দেশাবলী প্রকাশ করা হয়নি। অন্যান্য কামরায় থাকা যেসব যাত্রীরা কলকাতা ফিরে এসেছেন, তাঁরা জানিয়েছেন, দুর্ঘটনাস্থলে মাত্র ৪-৫ জন রেলের আধিকারিক ছিলেন, যাঁরা প্রাথমিকভাবে উদ্ধারকাজে সহযোগিতা করছিলেন
- যাঁরা নিজেদের কোনও দোষ ছাড়াই অকালে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন, তাঁদের এই অকাল প্রয়াণের জন্য কাউকে দায়িত্ব নিতেই হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন রেলমন্ত্রী ছিলেন, তখন তিনি এই ধরনের দুর্ঘটনা রুখতে ট্রেনে সংঘাত-বিরোধী ব্যবস্থাপনা সংযুক্ত করার জন্য অর্থ বরাদ্দ করেছিলেন
- কোটি কোটি ভারতীয় যে ট্রেনে যাতায়াত করেন, সেই যানে সংঘাত-বিরোধী ব্যবস্থাপনা অন্তর্ভুক্ত করতে বরাদ্দ টাকা কীভাবে খরচ হয়েছে, তা প্রকাশ্যে আনতে শ্বেতপত্র প্রকাশ করা হোক
- **প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, মানুষের সুরক্ষার জন্যই কবচ তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু, সেই কবচ যদি সত্যিই কার্যকর হত, তাহলে কি এত বড় মাপের একটি দুর্ঘটনা ঘটত? এই দুর্ঘটনার জন্য প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় সরকার দায় এড়াতে পারে না**

- শুধুমাত্র ভোটের রাজনীতির স্বার্থে সময়ের আগেই সমস্ত প্রকল্পের উদ্বোধন করা হচ্ছে। কিন্তু, ওরা (বিজেপি) পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কোনও দায়িত্ববোধ প্রদর্শন করছে না। ওদের সবকিছুতেই রাজনীতি করা উচিত নয়
- **আমি একজন সাংসদ এবং আমি বলতে পারি, পুরনো সংসদ ভবনে বসতে আমার কোনও সমস্যা নেই। তা সত্ত্বেও, ৮০০ জন সাংসদের জন্য ১,৫০০ কোটি টাকা খরচ করে নতুন সংসদ ভবন তৈরির কী প্রয়োজন ছিল? যাঁরা মাত্র একমাসের জন্য অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন। যে ৮ কোটি মানুষ ট্রেন ব্যবহার করেন, তাঁদের নিরাপত্তার কী হবে? তাঁদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে কত টাকা খরচ করা হয়?**
- রেলের বিভিন্ন অনুষ্ঠান এবং পরিষেবা মূলত প্রধানমন্ত্রীই উদ্বোধন করেন, তাহলে যে দুর্ঘটনায় এতগুলি প্রাণ চলে গেল, তার দায় তিনি কেন নিচ্ছেন না? আপনি যদি বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের জন্য কৃতিত্ব নিতে পারেন, তাহলে এই এতগুলি মৃত্যুর দায় কে নেবে?
- অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে ওরা বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের উদ্বোধন করছে। অথচ, সেই ট্রেনের বনেট ঝড়বৃষ্টিতে ভেঙে যাচ্ছে। গত ৯ বছরে মোদী সরকারের আমলে রেল মন্ত্রক কী কাজ করেছে?
- **এই দুর্ঘটনা থেকে রেল মন্ত্রক এবং কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা নেওয়া উচিত। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে এবং এর পুনরাবৃত্তি রুখতে উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিশন গঠিত হওয়া দরকার। এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার ভয়াবহতার কারণেই আজকের মতো তৃণমূলে নব জোয়ার প্রচার কর্মসূচির সমস্ত আয়োজন আমরা বাতিল করলাম**
- প্রধানমন্ত্রীকে আপনারা কখনও ট্রেনে ভ্রমণ করতে দেখবেন না। কারণ, তিনি ৮,০০০ কোটি টাকার বুলেটপ্রুফ বিমানে সফর করেন। কিন্তু, তিনি যদি নিজের সুরক্ষা নিয়ে এতটাই চিন্তিত হন, তাহলে যে মানুষ তাঁকে ক্ষমতায় এনেছেন, তাঁদের নিরাপত্তাকে তিনি কোনও মতেই অবহেলা করতে পারেন না
- ওঁর মন্ত্রীরাও ট্রেনে সফর করেন না। আপনারা কখনও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে ট্রেনে সওয়ার হয়ে বাংলায় আসতে দেখেছেন? বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি এবং ধর্মেন্দ্র প্রধান, এঁরা সকলেই ব্যক্তিগত বিমানে সফর করেন। আর সেই কারণেই তাঁদের পক্ষে আমজনতার যন্ত্রণা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়
- নোটবন্দি থেকে শুরু করে গতকালের মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, কারণ যাই হোক না কেন, এই মৃত্যুমিছিলের দায়িত্ব বিজেপি সরকারেরই। যদি রেলমন্ত্রীর মধ্যে এতটুকুও বিবেকবোধ ও মানবিকতা থেকে থাকে, তাহলে সংঘাত-বিরোধী ব্যবস্থাপনার ব্যর্থতার দায় নিয়ে তাঁর পদত্যাগ করা উচিত
- **গতকালের দুর্ঘটনা প্রমাণ করে দিয়েছে যে এই সরকার মিথ্যার উপর ভিত্তি করেই চলছে। প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং রেলমন্ত্রীকে কি প্রশ্ন করা উচিত নয় যে এই রক্তমাখা হাত নিয়ে কবে তাঁরা পদত্যাগ করবেন?**
- আমাদের সমর্থক, দলীয় কর্মী এবং সহনাগরিকদের প্রতি আমার আর্জি, আপনারা সকলে মিলে আহতদের, তাঁদের পরিবারের সদস্যদের এবং যাঁরা তাঁদের প্রিয়জনকে হারিয়েছেন, তাঁদের সকলের পাশে দাঁড়ান। সকলেরই ত্রাণ ও উদ্ধারকাজে সহযোগিতা করা উচিত। সকলের জন্য প্রার্থনা করতেই আমি কালী মায়ের এই মন্দিরে এসেছিলাম

--